হংস যুগ

নুরুল্লাহ্ মাসুম

সোয়ানেজ উপসাগর, উপকুল ঘেষে ছোট্ট শহর। শহরের নামেই উপসাগরের নাম। সোয়ানেজ এর বাংলা র"পান্তর ঃ হংসযুগ। ছেলে বেলায় বোম্বাইয়া স্যার সন্ধি পড়াতেন। তাঁর কথা মনে হয় বহুদিন পর। ইংরেজী SWAN Ges AGE মিলে হয়েছে SWANAGE. নিজের করা বঙ্গানুবাদ যথার্থ মনে হয় অশ্র"র কাছে। বাংলা ব্যাকরণে সে খুব ভাল না হলেও একেবারে অপদার্থ নয়। সোয়ানেজ উপসাগরের ঠান্ডা জলে ভাসমান এবং নীল আকাশে উড়ন্ত হাজারো হংস দেখে নিজের কাছে মনে হয় হংসরাজ্য ছিল কোন কালে এই এলাকা। তাই হয়ত শহরটির নাম হয়েছে সোয়ানেজ। বঙ্গদেশে বনিকের বেশে গিয়ে ইংরেজরা "ঢেড়শ" এর নামকরণ করেছিল "লেডিস ফিঙ্গার"। দু'টো বিষয়ের নাম করণের তুল্যমান তার কাছে বেশ মজার মনে হয়।

প্রথম যেদিন সে সোয়ানেজ আসে তখন গভীর রাত। রাস্তার উজ্জল বাতি, দূরের নিকশ কালো অন্ধকার ছাড়া যা চোখে পড়েছিল, তা "বন্ধ বাড়ী-ঘর"। শীতল হাওয়ার ইংল্যাণ্ডের বাড়ী-ঘর গুলো বাইরের হাওয়ামুক্ত রাখতেই "বন্ধ-ঘর" হয়েছে। অন্ধকার রাতে দৈত্যের মত দু'চোখের আলো ছড়াতে ছড়াতে লাল রংয়ের নিশান প্রকৃত দৈত্যের মত তাকে বয়ে এনেছিল সোয়ানেজ।

সৈকতে মানুষের আনাগোনা কম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। নিজের চেয়ে বেশী ওজনের ওভার কোট গায়ে নিরবে দাড়িয়ে অশ্র"। হংসকূলের ক-ক-ক-ক-ক আওয়াজ তার কানে তীব্র বিধে চলেছে। আকাশের দিকে তাকায় সে। অসংখ্য বালিহাস। হাসগুলোর প্রকৃত নাম সে জানে না। জোড়ায়-জোড়ায়- উ-ড়-ছে তো উড়ছে-।

নিচে বাধানো দেয়ালে সাগরের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। যেন প্রিয়াকে কাছে না পাওয়ার আক্রোশ। ক্ষণিকের জন্য অশ্রুর মনে হয় পতেঙ্গা সৈকতে আঁখি সমবিহারে সূর্যাস্তের মনরম দৃশ্য অবলোকনরত সে।

সোয়ানেজ আসার পর সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য তার হয় নি। খুব কম সময়ের জন্য সূর্যালোক তার চোখে পড়েছে। মেঘমুক্ত আকাশ দেখতে পাওয়াটা যেন সাত জনমের ভাগ্য।

শীতকাল। ঠাণ্ডা বাতাস শন্ শন্ করে বয়ে চলেছে। যেন কাল বোশেখীর আগমন বার্তা। কখনো মুষলধারে বৃষ্টি, শাওন ধারা যেন। অদ্ভুত প্রকৃতির খেলা। এমন বৈরী প্রকৃতির সাথে মিতালী হতে সময় লাগে। অভ্যস্ত হতে চায় সে। কখনো মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দিন কাটে আশায় আশায়। গ্রীষ্ম আসবে। সোয়ানেজ ভরে উঠবে মানুষে মানুষে। প্রকৃতি সাজবে নতুন সাজে। ভরা বর্ষার প্রকৃতিকে দেখতে পায় সে। আগত গ্রীষ্মে সোয়ানেজ যেন মেতে উঠবে ভরা যৌবন নিয়ে। অপেক্ষার প্রহর গুনে অশ্রু।

অপেক্ষার সময়ে তার জুটে যায় এক নতুন বন্ধু। প্রকৃতি প্রেমিক সেই বন্ধু। অশ্রুকে সে নতুন পথ দেখায়। উদাসী অশ্র"কে একাকী দেখে নিজেই আলাপ করে। সেই থেকে বন্ধুত্ব।
প্রতিদিন অপরাহ্নে ওদের দেখা হয় সৈকতে। কোন দিন বর্ষায় সিক্ত হয়ে ওরা সৈকতে অপেক্ষা করে। গল্প করে প্রকৃতির অপরূপ সুধা পান করে। কাজের ফাঁকে ওরা একে অন্যকে নিয়ে ভাবে। উদাস হয় অশ্রু।

মেঘমুক্ত ভোরের আকাশ। চমৎকার নীল। নিত্যদিনের অভ্যাস অতিক্রম করে অশ্রু আগেভাগে বিছানার উষ্ণতার আবেশ ত্যাগ করে। দ্রুত বাইরে আসে।
সে আসবে।
অপেক্ষায় পালা।
না। সময়ে বন্ধু আসে না।
বিরক্ত হয় অশ্রু।

ওর কথারতো হেরফের হয় না।
স্বল্প পরিচয়ে কখনোই নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে অন্যথা দেখেনি সে।
অশ্রু দাড়িয়ে।
পথচারী দ্রুত পথ চলছে। প্রায় সবার সাথে চোখা-চোখি হচ্ছে।
হ্যালো, হাই, সম্বোধন বিনিময় হচ্ছে।
আচমকা একটা দৃশ্যে তার দৃষ্টি আটকে যায়।
এক মা, বেবী কেরিয়ারে করে সন্তানকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মায়ের বয়স ত্রিশ-পয়ত্রিশ হবে হয়ত। সন্তানের বযস দেড় কি দুই বছর।
তার আরেকটি সন্তান, অবশ্যই কন্যা সন্তান, সাত-আট বছর হবে। সে মায়ের পাশে হাটছে।
এমন দৃশ্য প্রতিনিয়তাই চোখে পড়ে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্ত অশ্রু অবাক হয়।
সেই মেয়েটিও একটি কেরিয়ারে করে আরেকটি শিশুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একেবারেই ছোট। হয়ত এক মাসের।
না, সেটি জীবন্ত কোন শিশু নয়। সেটি ওর পুতুল।
অনেক্ষণ দৃশ্যটি দেখে অশ্রু। মেয়েটির হাটার ভঙ্গিও ঠিক তার মায়ের মত। এ বয়সেই মেয়েটি মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চাইছে। প্রকৃতির শিক্ষা আর অভ্যাস, যা তার স্বভাবজাত।
হয়ত বড় হয়ে এই মেয়েটিও অনেক আধুনিকার মত সহসা মা হতে চাইবে না। জৈবিক আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে। প্রকৃতি তাকে এখনি চিরন্তন শিক্ষা দিচ্ছে।
-কি দেখছো?
বন্ধুর কণ্ঠে ফিরে তাকায় অশ্রু।
-ঐ বাচ্চাটি দেখো।
সেও তাকায়। কোন মন্তব্য করে না।

আজ ওরা সৈকতে যায় না। সকালের শীতল হাওয়ায় হাটতে থাকে। দু'জনেই সিগারেট ধরায়।
রাস্তা ছেড়ে ওরা মেঠোপথ ধরে। গন্তব্য সামনের পাহাড়। ঘাসের উপর হাটতে গিয়ে পথটা পিচ্ছিল মনে হয় অশ্রুর কাছে। ভাল করে দেখে, ঘাসের ওপর জমে থাকা শিশির বিন্দু জমে বরফ হয়ে আছে। স্তরটা এত পাতলা, বরফের মত দেখতে সাদা হয়নি। তাই ঘাসের রং ঠিক আছে।
পথ চলায় ওরা সাবধান হয়। ওপরে উঠতে গিয়ে পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই একে অপরের কাধে হাত রেখে পথ চলছে। দেখে মনে হবে উদ্ধারকারী কাউকে উদ্ধার করে নিয়ে চলেছে।
পাহাড়ের ওপরে তেমন বড় কোন গাছ-পালা নেই। অশ্রুর দেখা অনেক পাহাড়ে বিশাল বিশাল গাছ রয়েছে। এমন কি কোন কোন পাহাড় গাছ-গাছালিতে জঙ্গল হয়ে আছে।
বড্ড সমতল মনে হয় পাহাড়টাকে। পেছনে ফিরে শহরটাকে মনে হয় কার্টুন ছবির কোন শহর।
সুবিধেমত জায়গায় ওরা বসে। অশ্রু বলে - -আজ আমার আখির কথা বড্ড মনে পড়ছে।
-তোমার বন্ধু বুঝি?
-সবচেয়ে কাছের বন্ধু।
-ভালবাস?
-শুধু ভালবাসি বললে সবটুকু বলা হবে না।
-তবে?
-ভালবাসার থেকেও যদি বেশী কিছু থাকে।
-কোথায় সে ?
-আমার দেশে।
-কি করেন ?
-ঘর-সংসার।
-পরস্ত্রী ?
-হ্যাঁ ।
-তবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছে কেন ?
-জেনে শুনে।

-লাভ কি ?
-লাভ নেই। আমরা একে অপরের।
-অতিপ্রাকৃত ভালবাসা ?
-বলতে পার ।
-কতদিন ধরে জানাশোনা ?
-ছেলেবেলা থেকেই।
-বিয়ে করলে না কেন ?
-ভালবাসা নষ্ট হবে বলে।
-সে কি কথা ?
এবার অশ্রু কোন উত্তর দেয় না।
ওর নিরবতা ভাঙ্গায় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া একদল হংস। ওরা ছুটে চলেছে সাগর পানে।
অশ্রু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময়ে হাসগুলো অনেক দূরে চলে যায়।
বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরোয় তার।
অশ্রু জানতে চায়-
-তোমার কোন বন্ধু আছে ?
-ছিল।
-এখন নেই কেন ?
-এখনো আছে।
-কোথায় ?
-স্কটল্যাণ্ড।
-তোমার বাড়ীওতো ওখানে
-হ্যাঁ ।
-ছিল বললে কেন ?
-ওর মা আমাদের সর্ম্পকের বড় বাধা।
-ওর বাবা কি বলেন ?
-বাবার সাথে ওরা থাকে না।
-শেষ দেখা হয়েছে কবে ?
-বছরখানেক আগে।
-সম্পর্ক কি শেষ ?
-না।
-তবে?
-কামিং অব এজ এর অপেক্ষায়।
অশ্রু কথা বাড়ায় না। বুঝতে পারে বিরহের যন্ত্রণা।
আকাশে মেঘ বাড়তে থাকে। ওরা আবারও গলাগলি করে পাহাড় থেকে নেমে আসে।

পার্কে ওরা দু'জন। পত্র-পল্লবহীন গাছ গুলো দৈত্যের মত দাড়িয়ে।
কেমন বিশ্রী লাগছে অশ্রুর কাছে। সে জানে গ্রীষ্মে এই গাছগুলো সবুজ পাতায় ছেয়ে যাবে, প্রকৃতি হয়ে উঠবে ভরা যৌবনা। বলে-
-জানো, আমাদের দেশে সারা বছর গাছে পাতা থাকে। চির যৌবনা আমাদের প্রকৃতি। বর্ষায় তার রূপ আরো মোহনীয় হয়ে ওঠে।
-আমার দেখার সৌভাগ্য হবে না।
অশ্র" উত্তর দেয় না। সে জানে, কোন দিনই তার বন্ধুর বাংলাদেশ যাওয়া হবে না। তাই প্রকৃতির বর্ণনার ব্যার্থ চেষ্ঠা করে না সে। বরং আখির কথা বলতে চায়।
-আমার বন্ধুও আমার কাছে চির যৌবনা।
-কি করে ?

-সেই কৈশরে তাকে যেমন দেখেছি, আজো তেমনি আছে।
-সন্তান ক'টি ?
-দু'টি ।
-তবু যৌবনা বলছো ?
-আমার চোখের দিকে তাকাও। দেখবে সেখানে তার ছবি আঁকা হয়ে আছে। পোট্রেট এর যেমন বয়স বাড়ে না, তেমনি আখি আমার কাছে চির যৌবনা, গ্রীষ্মে যেমন তোমার দেশের প্রকৃতি।
-হবে হয়ত।
অনেক্ষন চুপ থাকে ওরা। বেঞ্চিতে বসে।
অশ্রু বদভ্যাসের চর্চা করে ক্রমাগত সিগারেট টেনে চলছে।
-তোমার বন্ধু কিছু বলে না?
-কোন বিষয়ে?
-এই যে তুমি বেশী ধূমপান করো ।
-না।
-অদ্ভুত। তোমার দেশের মেয়েরা ধূমপান পছন্দ করে না বলেই জানি।
-সত্য।
-তাহলে ?
-আমার পছন্দে সে কখনোই বাধা দেয় না।
-কোন দিন নিষেধ করেনি?
-নিষেধতো করেইনি, বরং সিগারেট কিনে দিয়েছে।
-সত্য বলছো ?
-অবশ্যই ।
অবাক হয় সে, কথা বাড়ায় না।

পড়ন্ত বেলা। সৈকত ওরা দু'জন। অশ্রু আজ আখিকে নিয়ে বেশ গল্প করে। শেষবারের মত তার সাথে কোথায় দেখা। কি কথা হল। বিদায় লগ্নে ওদের কাছাকাছি আসা।
বন্ধুটি অবাক হয়। জানতে চায়-
-তোমার দেশে এমনটি সম্ভব ?
-না ।
-তুমি পেলে কি করে ?
-জানি না।
-কতটা আপন ছিলে তোমরা ?
-যতটা হওয়া যায় ।
-আমাদের মত করে?
-তার চেয়েও বেশী।
-কোথায় ?
-বহু যায়গায়। এমনকি আমার বাড়ীতে, ওর বাড়ীতেও।
-সত্যি সম্ভব?
-তোমায় মিথ্যা বলবো কেন? আখি আমার জন্য সব করতে পারে। এমনকি ঘর ছেড়েও চলে আসতে সে রাজি, যদি আমি ডাকি।
-তবে একাকী কষ্ট করছো কেন?
-ওর সন্তানের কথা ভেবে।
-ওদের দায়িত্ব তুমি নিতে পার না ?
-পারি। তবে সমাজ ভালভাবে নেবে না বিষয়টি।
-অযথা কষ্ট পাচছ না কি?
-না, ওদের মঙ্গল ভেবেই দেশ ছেড়েছি।

-তাকে বলে এসেছ?
-ওর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

আখির কথা কানে বাজে অশ্রুর। পরিস্কার শুনতে পায় তার কথা।
কক্সবাজার সৈকতে দাড়িয়ে বঙ্গপসাগরের উপচে পড়া ঢেউয়ে হাটু অবধি ভিজিয়ে আখি বলছে-
-হঠাৎ পালাতে চাইছো কেন?
-তোমার মঙ্গলের জন্য।
-দূরে রেখে আমার কেমন মঙ্গল চাও?
-সমাজ যাতে তোমায় কলঙ্ক না দিতে পারে।
-চোরের সাথে অভিমান করে উপোস থাকার মত?
-না। আমি বহুবার ভেবেছি।
-বাধা দেব না। তবে নিজের প্রতি উদাস হয়ো না যেন।
-তোমার ভালবাসা সাথে রইল।
-জন্ম-জন্মান্তরেও তা থাকবে।
-আমি জানি।

আকাশ যাত্রার ঘণ্টাখানেক আগেও আখির কণ্ঠ - ভাল থেকো।
-তোমার ভালবাসা যতদিন থাকবে ততদিন ভাল থাকবো।
ফোনের তার বেয়ে সোয়াগী চুম্বনের শব্দ কানে ভেসে এলো।
তারপরে আবারো ভেজা কণ্ঠে
- ভাল থেকো।
প্রতিদিন সকালে আখির চুম্বনের শব্দ কানে ভাসে। সাথে ওষ্ঠাধওে অলতো একটা স্পর্শ আজো অনুভব করে অশ্রু।

দিন কাটে। র"টিন মাফিক সময় চলে যায়। বৈরী হাওয়ায়, নতুন নিয়মে।
ক'দিন ধরে বন্ধুর দেখা নেই। সৈকতে নেই। পাহাড়ে নেই। এমন কি পথের ধারেও তাকে দেখা যায় না। কর্মক্ষেত্রে খোজ নিয়েও কোন তথ্য পায় না।
সোয়ানেজ উপসাগরে ভেসে বেড়ানো হংসের মত, আকাশে উড়ে বেড়ানো হংসকূলের মত হঠাৎ করেই বন্ধু মার্টিন একদিন হারিয়ে যায়।
সূদূর প্রবাসে, বিদেশী হয়েও কত কাছের মানুষ ছিল সে। বেদনার কথা একে অপরকে বলেছে। ওর কাছে আখির গল্প করতে গিয়ে মনে হত আখি কাছেই রয়েছে। সে পথটাও বন্ধ হয়ে গেল।
আখির চুম্বনের শব্দ কানে বেজে ওঠার আগেই টেলিফোনটা বিশ্রী শব্দে বেজে ওঠে। ইথারে ভেসে আসে মার্টিনের কণ্ঠ-
-সরি অশ্রু, তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম।
-হাই মার্টিন, তুমি কোথায়?
-প্রিয়ার কাছে।
-স্কটল্যাণ্ড?
-না, ওয়েলস।
-কবে গেলে?
-তোমায় না বলে চলে এলাম। এথেনাকে নিয়ে গত রাতে রীল এলাম। সংসার পেতেছি।
-অভিনন্দন বন্ধু।
-সোয়ানেজ উপসাগরে ভেসে বেড়ানো হংসকূলের মত সূখী হোক তোমাদের জীবন।
-তোমার আখিকে নিয়ে একবার উড়ে আস আমাদের কাছে। আমরা মিলে আরেকটি সোয়ান এজ গড়ে তুলবো এখানে।
-ধন্যবাদ বন্ধু। সেই হংস যুগ হয়ত কোন কালেই বাস্তবে রূপ নেবে না।
তোমরা সুখী হও ॥